

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ
فَهْدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَ غَدَاءً أَحْوَىٰ ۝
سَنَفَرُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا
يَخْفَىٰ ۝ وَنُبِّئُكَ لِلْيَمِينِ ۝ قَدْ زُرَّانُ نَفَعَتِ الذُّكْرَىٰ ۝ سَيِّدُكَ
مَنْ يَحْتَسِبُ ۝ وَيَجْتَنِبُ الْأَشْقَىٰ ۝ الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَلَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ بَلْ تُؤْخِرُونَ آيَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ حَتَّىٰ تُؤْخِرَ
أَنْفَىٰ ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الضُّلْفِ الْأُولَىٰ ۝ ضَعِيفُ الْإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُودَ يَوْمٍ خَاشِعَةٍ عَمَلُهُ
تَأْصِيَةً ۝ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ أَيْنَةٍ ۝ لَيْسَ
لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيرٍ ۝ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ ۝

## সূরা আল-আলা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৯।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তৃপ্তি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না — (৭) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বস্তৃতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, (১৭) অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে: (১৯) ইবরাহীম ও মুসা কিতাবসমূহে।

## সূরা আল-গাশিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ২৬।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লালিত, (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্টি করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।

## সূরা আল-আলা

সَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ : আলেমগণ বলেন : নামাযের বাইরে سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ তেলাওয়াত করলে الاعلى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এই সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন। — (কুরতুবী)

০ ওকবা ইবনে-আমের জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আলা নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : اجعلوها فى سجودكم — অর্থাৎ, তোমরা الاعلى سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ কালেমাটি সেজদায় পাঠ কর। سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। —এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ, পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয় — এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জায়েয নয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কালেমাটি নামাযের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ নয়; বরং الاعلى — এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সন্তা উদ্দেশ্য। — (কুরতুবী)

## الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَىٰ

— এগুলো সব জগত সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলী। প্রথম গুণ خَلَقَ —এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয়; বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। কোন সৃষ্টির একাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسُوَّى —এটা تسوية থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অঙ্গসমূহের মধ্যে এমন জোড়া ও প্রাকৃতিক প্তিঃ সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল সৃষ্টির রহস্য ও শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্রাস স্থাপন করার জন্যে যথেষ্ট।

তৃতীয় গুণ تَنْدِيرُ —এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়— সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ তাআলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে

সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

চতুর্থ শূণ : اَعْلَىٰ অর্থাৎ, স্রষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তাআলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে

اَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে

সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্যে আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হু-বহু তেমনভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে।

وَالَّذِي اٰخَرُوهٖ اَلْمَرْعٰى فَجَعَلَهُ غَاشًا اَحْوٰى শব্দের অর্থ

পশু-চারণ ভূমি এবং غَاشًا শব্দের অর্থ আবর্জনা, যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। اَحْوٰى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হেকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ তাআলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقَرِّبُكَ لَهَا فَلَا تَشْكٰى - পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ

তাআলা স্বীয় কুদরত ও হেকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নবুওয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতে, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَشْكٰى অর্থাৎ, আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত, যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ তাআলা স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে

مَّا نَسْنَأْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنسِیْهَا অর্থাৎ, আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা

আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ مَّا نَسْنَأْ - এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা কোন উপযোগিতাবশতঃ কোন আয়াত সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি।—(কুরতুবী) অতএব, উল্লেখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَكَيْفَ يُرٰى لِلْیٰسْرِی - এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে

সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্যে। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্যে সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্যে সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذٰکُرْ اَن تَقْعَبَ الرِّکْوٰى পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবুওয়তের কর্তব্য

পালনে খোদা প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এই আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কর্তব্য পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলাবাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

زکوٰۃ - এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-

সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে زکوٰۃ শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلٰى অর্থাৎ, তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে

এবং নামায আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে शामिल। —بِئْنَ تُوْزُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্যে চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ তাআলা খোদায়ী কিতাব ও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ

বস্তুতে মজ্জা যাওয়া ও তার জন্যে স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যে অতঃপর বলা হয়েছে : **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** অর্থাৎ, তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্যে তোমরা পাগলপারা, প্রথমতঃ তার বৃহত্তম সুখ ও আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। আজকের যুবক ও বীর্যবান, আগামী কাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিব্যরাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নেয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট — দুনিয়ার কোন নেয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা **أَفْئِي** অর্থাৎ, চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় — তোমার সামনে দুটি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজ-সরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলা গ্রহণ কর; কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্যে, এরপর একে খালি করে দিতে হবে; না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নেয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নস্তরেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নেয়ামত দুনিয়ার নেয়ামতের মোকাবেলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকরাম হতভাগাই এ নেয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নেয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

إِنَّ هَذَا النَّفْسُ الطُّغْيَانُ الْأُولَى صُفَى الْبُرْهَانِ وَوُضِيَ - অর্থাৎ, এই

সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ, পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে। হযরত মুসা (আঃ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে, অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

**ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু :** হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (সাঃ)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ভুইফোড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য সুপীকৃত করার জন্যে রাজত্ব দান করিনি ; বরং আমি, তোমাকে এজনে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার এবাদত ও তাঁর সাথে মোনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্ভিষ্ট কাজে

নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

**মুসা (আঃ)-এর সহীফার বিষয়বস্তু :** হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন : অতঃপর আমি মুসা (আঃ)-এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তামুক্ত হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন : হে আবু যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর — **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَيَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** — (কুরত্ববী)

#### সূরা আল-গাশিয়াহ

**وُجُوهٌ يُؤْمِنُ وَوُجُوهٌ كَاذِبَةٌ** কয়েকমতে মুমিন ও কাফের

আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা **وُجُوهٌ كَاذِبَةٌ** অর্থাৎ, হেয় হবে। **خُشُوعٌ** শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাক্ষিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহর সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কয়েকমতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাক্ষিত ও অপমানিত হবে।

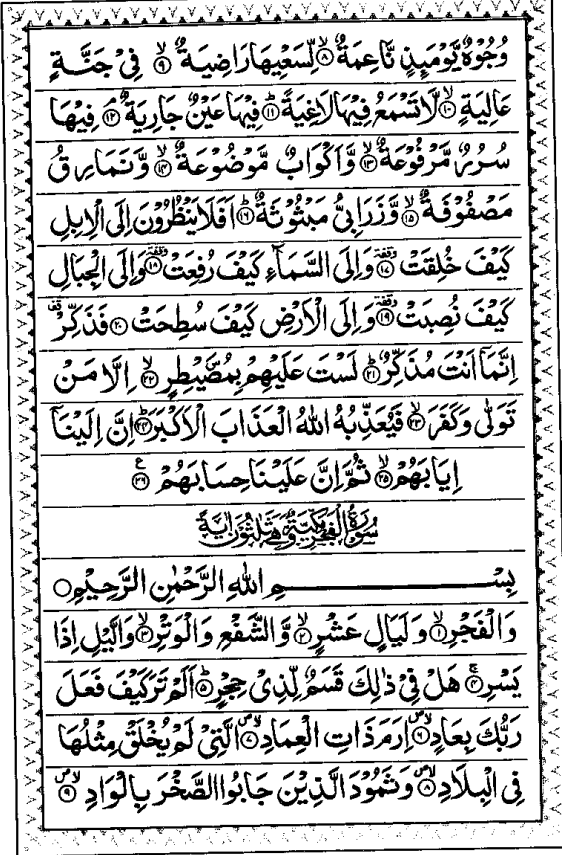
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে **وُجُوهٌ نَّاصِبَةٌ** - বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে **وُجُوهٌ نَّاصِبَةٌ** এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় **وُجُوهٌ نَّاصِبَةٌ** বলাবাহুল্য, কাফেরদের এ দুরবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা, পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরত্ববী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, মুখমণ্ডল লাক্ষিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দুরবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা, অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ এবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়াতে এবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব এবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অঙ্ককার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুক

النَجْمُ ৮৭

৫৭৭

২০



(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উল্লের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমরাই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমরাই দায়িত্ব।

সূরা আল-ফজর

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৩০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (৩) যা জোড় ও যা বিজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন শুভ ও খুটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামুদ্র গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

(রাঃ) যখন শাম দেশের সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রীষ্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় এবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সঞ্চার করতে পারলেন না। ত্রন্দনের কারণে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন : এই বৃদ্ধের করণ অবস্থা দেখে আমি ত্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে, কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি।

অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) **وَجُودُ يَوْمِيذٍ ثَاغِيَةٍ عَالِيَةٍ** অয়াত তেলাওয়াত করলেন। — (কুরতুবী)

**حَايِيَّة** - নারী হাবভাব। অগ্নি স্বভাবতঃই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্যে যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না; বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

**لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن صَرِينٍ** — অর্থাৎ, যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না।

যরী পৃথিবীর এক প্রকার কন্টকবিশিষ্ট ঘাস, যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারের কাছেও যায় না।

**لَا يُسِينُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ جُودٌ** — জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী—একথা

শুনে কোন কোন কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটা-তাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**لَاسَمْعُ فِيهَا رَاضِيَةٌ** অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও

মর্মস্ফদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালি-গালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

**لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا** অর্থাৎ, তারা জান্নাতে কোন

অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই গীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

**وَآكَوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ** - **آكَوَابٌ** শব্দটি

কতিপয় সামাজিক রীতি-নীতি : **مَوْضُوعَةٌ** অর্থাৎ, এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিবিষ্ট রাখা থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের